অর্থনৈতিক সম্পদ হিসাবে ব্যবস্থাপনা

Management as An Economic Resource

২

সংগঠন কাঠামো সাধারণ বা যৌগিক যে কোনটি হতে পারে। সাধারণ সাংগঠনিক কাঠামো ছোট সংগঠনে দেখা যায় এবং একজন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান এরপুরো কাজ দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। যৌগিক সাংগঠনিক-কাঠমো বড় প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় এবং এখানে অনেকগুলো স্তর পরিলক্ষিত হয়। ব্যবস্থাপনা হল পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রন এর সমষ্ঠি। বাজার বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় হয়। মূলধন বিনিয়োগ বলতে দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ বোঝায়। উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন পণ্যের সৃষ্টি হয় এবং ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি নতুন পণ্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে। একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের কর্তৃত্বের ওপর ভিত্তি করে উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপনার শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : সাধারণ এবং যৌগিক সংগঠন
পাঠ-২.২ : ব্যবস্থাপনা এবং বাজার
পাঠ-২.৩ : মূলধন বিনিয়োগ এবং ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি
পাঠ-২.৪ : উদ্ভাবন এবং ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি
পাঠ-২.৫ : ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক শ্রেণীবিন্যাস

পাঠ-২.১ সাধারণ এবং যৌগিক সংগঠন
Simple and Complex Organization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সাধারণ সংগঠন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন,
- সাধারণ সংগঠন এর সুবিধা অসুবিধা ব্যাখ্যাকরতে পারবেন; এবং
- যৌগিক সংগঠন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সাধারণ সংগঠন
(Simple Organization)

একটি সাধারণ সংগঠনিক কাঠমো সাধারণত ছোট সংগঠনগুলিতে দেখা যায়। কাঠামোটি মালিককে ঘিরে ফোকাস করে, যিনি ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে দায়দ্ধ। একটি কোম্পানিতে পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে একটি কেন্দ্রিয় শক্তির কাঠমো তৈরি হয়। সাধারণ সংগঠন এমন একটি মৌলিক সাংগঠনিক কাঠমো, যেখানে বিভাগ সংখ্যা থাকে খুবই কম, কাজের বিশেষীকরণ থাকে কম, নিয়ন্ত্রণের পরিসর থাকে বেশি, কর্তৃত্ব ব্যবস্থা থাকে কেন্দ্রীয়, বেশিরভাগ ক্ষমতা থাকে মালিকের হাতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মকানুন থাকে খুবই কম। যে সকল প্রতিষ্ঠান সাধারণ সাংগঠনিক কাঠামো ব্যবহার করে সেগুলোর গঠন সাধারণত সমান হয়ে থাকে, অর্থাৎ সেখানে বেশি সংখ্যক স্তর থাকে না। সাধারণ সাংগঠনিক কাঠামো সাধারণ ছোট প্রতিষ্ঠানে পরিলক্ষিত হয় যেখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা থাকে কম এবং একজন মালিক ব্যবসায়ী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রন করে। যেহেতু এ ধরনের সংগঠনে কম সংখ্যক কর্মী থাকে সেহুতু একজন কর্মীকে বহুবিধ কার্য সম্পন্ন করতে হয় যেটি কার্যের বিভাগীয়করণ কে ব্যাহত করে। নীতি, পদ্ধতি এবং নিয়মকানুন সমূহ সাধারণ সংগঠনে কম হয়ে থাকে কারণ এখানে কার্যের বিশেষীকরণ কম থাকে এবং নিয়ন্ত্রণ পরিধি অনেক বড় থাকে। তবে যখন সংগঠন বড় হওয়া শুরু করে তখন এক সময় সেটি সাধারণ সংগঠন থেকে জটিল সাংগঠনিক কাঠামোর দিকে ধাবিত হয়।

সাধারণ সংগঠন এর কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।

সাধারণ সংগঠনের সুবিধাঃ

১) একটি সাধারণ সাংগঠনিক কাঠামোর শক্তি হল একটি কোনও ব্যবসার মালিককে তার প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম করে।

২) তার অনুমোদন ব্যতীত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা সম্পর্কে তিনি অবহিত।

৩) কোনও সাধারণ কাঠামোতে কর্মচারীদের পক্ষ নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই কারণ তাদের কাজের নির্দেশনা গুলো শীর্ষ থেকে সরাসরি আসে, কোনও বিভাগীয় প্রধান বা মধ্য স্তরের ব্যবস্থাপক কোনও অধীনস্থকে প্রশ্ন করতে পারে না।

৪) এ ধরনের সংগঠন গুলো একটি সাধারণ কাঠামো নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় কারণ পরিচালনার কোনও স্তর নেই যার কারণে অনুমোদনের আগে ধারণা বা অনুরোধ আরোহণের কোন প্রয়োজন পড়ে না।

সাধারণ সংগঠনের অসুবিধা:

১) একটি সাধারণ সাংগঠনিক কাঠামো ব্যবহার করার সমস্যাগুলির অন্যতম হলো মালিককে একাই সকল কর্মচারীর দায়িত্ব তদারকি করতে হয়।

২) সংগঠনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতে হলে মালিক অন্য কাজে সময় দিতে পারে না।

৩) যে সংগঠনগুলি সাধারণ সাংগঠনিক কাঠামো ব্যবহার করে, বিশেষত অনেক কর্মচারী যুক্ত করার পরেও তারা প্রতিট পদক্ষেপে মালিকের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে।

৪) মালিক অসুস্থ হলে, কোনও মিটিংয়ে বা ব্যবসায়িক সফরে থাকলে পুরো সংগঠন অকার্যকর হয়ে যেতে পারে, কারণ কোনও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বা মালিক পুনারয় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ এগিয়ে যেতে পারে না।

যৌগিক সংগঠন

(Complex Organization)

যৌগিক সংগঠন বলতে সে ধরনের সংগঠন কে বোঝায় যেখানে বহুবিধ স্টকহোল্ডার যেমন কাষ্টমার, সাপ্লাইয়ার্স, নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিনিয়োগকারী এবং প্রতিযোগি থাকে। যৌগিক সংগঠনের বহুবিধ সাংগঠনিক কাঠামো যেমন ডিভিশন সাবসিডিয়ারি এবং জয়েন্ট ভেঞ্চার থাকে। কোন নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য এখানে বহু কর্মী সম্পৃক্ত থাকে এবং কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য এখানে বহু ধাপ অনুসরণ করতে হয়।

প্রযুক্তি ও বাজার গবেষণা সংস্থা ফররেস্টার রিসার্চ সম্পর্কিত বিশ্লেষক জোস্ট হপ্পার্মনের মতে, যৌগিক সংগঠন হ'ল একটি সংগঠনে বেশ কয়েকটি পরস্পর নির্ভরশীল এবং আন্তঃসংযুক্ত স্টেকহোল্ডার, তথ্য প্রযুক্তি সিস্টেম এবং সাংগঠনিক কাঠামো থাকার শর্ত। এদের মধ্যে কর্মচারী, গ্রাহক, অংশীদার, সরবরাহকারী, নিয়ন্ত্রক, বিনিয়োগকারী, মিডিয়া এবং প্রতিযোগীরা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে বিভাগ, সহায়ক এবং যৌথ উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত।

নিয়ন্ত্রন যৌগিক সংগঠন নির্ধারনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটি ছোট বেকারি হলো একটি সহজ ব্যবসা, যায় মধ্যে আন্তঃসংযুক্ত স্টেকহোল্ডারের সংখ্যা সীমাদ্ধ হতে পারে মালিক, কয়েকজন খণ্ডকালীন কর্মচারী, এক বা দুটি সরবরাহকারী এবং একটি ছোট গ্রাহক বেস এর মাঝে। ব্যবসায় বাড়ার সাথে সাথে আন্তঃসংযোগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। একটি বৃহত বহুজাতিক সংস্থা একটি অত্যন্ত যৌগিক সংস্থা, কারণ এটিতে শতাধিক পণ্য অফার এবং হাজার হাজার কর্মচারী, বিনিয়োগকারী, গ্রাহক এবং সরবরাহকারী থাকতে পারে।

নিম্নে সাধারণ ও যৌগিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হল:

সাধারণ সংগঠন	যৌগিক সংগঠন
১. সাধারণ সংগঠন বা সাধারণ সাংগাঠনিক কাঠামো ছোট সংগঠনের জন্য প্রযোজ্য।	১. যৌগিক সাংগঠনিক কাঠামো বড় সংগঠনের জন্য প্রযোজ্য।
২. সাধারণ সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভাগ সংখ্যা কমথাকে।	২. যৌগিক সংগঠনে বিভাগ সংখ্যা বেশি থাকে।
৩. সাধারণ সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভাগ সংখ্যা কম হওয়ায় কাজের বিশেষীকরণ কম।	৩. যৌগিক সংগঠনে বিভাগ সংখ্যা বেশি থাকায় কাজের বিশেষীকরণ বেশি।
৪. সাধারণ সংগঠনের নিয়ন্ত্রক একজন তাই মালিকের নিয়ন্ত্রণের পরিসীমা বেশি।	৪. যৌগিক সংগঠনে অনেকগুলো বিভাগ থাকার কারনে নিয়ন্ত্রণের পরিসীমা কম।
৫. সাধারণ সংগঠনের মালিক একজন তাই কর্তৃত্ব ব্যবস্থা থাকে কেন্দ্রীয়।	৫. যৌগিক সংগঠনে কর্তৃত্ব ব্যবস্থা থাকে বিকেন্দ্রীভূত।
৬. সাধারণ সংগঠনের নিয়মকানুন, নীতি এবং পদ্ধতি কম।	৬. যৌগিক সংগঠনে নিদিষ্ট নিয়ম, নীতি এবং পদ্ধতি থাকে।

৭. সাধারণ সংগঠনের স্তর কম থাকে।	৭. যৌগিক সংগঠনের স্তর বেশি।
৮.সাধারণ সংগঠনের একজন কর্মী বহুবিধ কার্য সম্পন্ন করে, ফলে কাজের বিভাগীয়করণ ব্যাহত হয়।	৮. যৌগিক সংগঠনে কাজের বিভাগীয়করণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
৯. সাধারণ সংগঠনে দ্রুতসিদ্ধান্তগ্রহণ করা সম্ভব হয়।	৯. যৌগিক সংগঠনে দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ করা জটিল হয়।
১০. সাধারণ সংগঠনের কর্মী সংখ্যা কম থাকে।	১০. যৌগিক সংগঠনে কর্মীর সংখ্যা বেশী থাকে।

সারসংক্ষেপ:

সংগঠন সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। সাধারণ সংগঠন ও যৌগিক সংগঠন। সাধারণ সাংগঠনিক সাধারণত ছোট প্রতিষ্ঠানের পরিলক্ষিত হয় যেখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা থাকে কম এবং একজন মালিক ব্যবসায়ী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। যৌগিক সংগঠন বলতে সে ধরনের সংগঠন কে বোঝায় যেখানে বহুবিধ স্টকহোল্ডার যেমন কাষ্টমার, সাপ্লাইয়ার্স, নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিনিয়োগকারী এবং প্রতিযোগী থাকে।

পাঠ-২.২ ব্যবস্থাপনা এবং বাজার

Management and Market

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- বাজার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা (Management)

সাধারণ অর্থে একটি প্রতিষ্ঠান এর পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নিয়ন্ত্রন পর্যন্ত কার্যবলির সমষ্টি কে ব্যবস্থাপনা বলে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া ও প্রতিরোধমূলক শক্তি যা প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্যাবলি অর্জনের নিমিত্তে সংগঠনের কার্যাবলির পরিচালনা ও নির্দেশা দান করে থাকে।

হেনরি ফেওল এর মতে, ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পূর্বানুমান, পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি”

জর্জ আর টেরি এর মতে,“ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, উৎসাহিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের একটি প্রক্রিয়া যা মানুষ ও অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও লক্ষ্য অর্জন করে”।

পরিশেষে বলা যায়, “ব্যবস্তাপনা হলো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া যা পরিকল্পনা থেকে নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত যাবতীয় কার্যসম্পাদনের পাশাপাশি মানবীয় ও বস্তুগত উপাদান নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

বাজার (Market)

সাধারণ অর্থে বাজার বলত একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় যেখানে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যসমাগ্রী ক্রয় বিক্রয় হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার শব্দটির অর্থ ভিন্ন। অর্থনীতিতে বাজার বলতে একটি পণ্য তার ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয় বিক্রয় হওয়াকে বোঝায়। যেমন পাটের বাজার, গমে বাজার, সোনার বাজার ইত্যাদি। পাটের বাজার বলতে পাট বিক্রয়ের কোন নির্দিষ্ট স্থানকে নয়, বরং এক বা একাধিক স্থানে ছড়িয়ে থাকা পাটের ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে পাটের ক্রয় বিক্রয়কে বোঝায়।
অধ্যাপক চ্যাপমান বলেন,“অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে বাজার বলতে কোন স্থানকে বোঝায় না, বরং এক বা একাধিক দ্রব্যকে বোঝায় যা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়”।

French Economist Cournot says, “Economists understand by the term Market, not any particular market place in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the prices of the same goods tend to equality easily and quickly.”

এ সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে অর্থনীতিতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এগুলো হল:
১. ক্রয় বিক্রয়যোগ্য একটি বা একাধিক দ্রব্যের সমাহার
২. দ্রব্যটির একদল ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকবে
৩. দ্রব্যটি ক্রয় বিক্রয়ের এক বা একাধিক অঞ্চল থাকবে এবং
৪. ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামের উদ্ভব হবে।
এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, কোন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে একটি নির্দিষ্ট দামের উদ্ভব হলে অর্থনীতিতে তাকে বাজার বলে।

সারসংক্ষেপ:

সাধারণ অর্থে একটি প্রতিষ্ঠান এর পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত কার্যাবলির সমষ্টি কে ব্যবস্থাপনা বলে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া ও প্রতিরোধমূলক শক্তি যা প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্যাবলি অর্জনের নিমিত্তে সংগঠনের কার্যাবলির পরিচালনা ও নির্দেশনা দান করে থাকে। বাজার বলতে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় যেখানে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যসমাগ্রী ক্রয় বিক্রয় হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার শব্দটির অর্থ ভিন্ন। অর্থনীতিতে বাজার বলতে একটি পণ্য তার ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয় বিক্রয় হওয়াকে বোঝায়। বাজার ও ব্যবস্থাপণা, একে অপরের সাথে অতঃপ্রত ভাবে জড়িত।

পাঠ-২.৩ মূলধন বিনিয়োগ এবং ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি
Capital Investment and Managerial Resource

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
-

মূলধন বিনিয়োগ
(Capital Investment)

মূলধন বিনিয়োগে বলতে কোনও সংস্থার তহবিলের জন্য পর্যপ্ত নগদ, ঋণ বা সম্পদ এর যোগাড় এবং বিনিয়োগ কে বুঝিয়ে থাকে। বিনিয়োগকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং উদ্যোগী পুজিঁপতিরা হ'ল মূলধনের উৎস। বিনিয়োগের আকার পৃথক হতে পারে এবং মূলধনের উদ্দেশ্য এক কোম্পানির অন্য কোম্পানির থেকে আলাদা হয়। মূলধন বিনিয়োগ বলতে একটি কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সম্পত্তি যেমন রিয়েল এস্টেট, উৎপাদনকারী সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশে বিনিয়োগকে বোঝায়।

মূলধনের উৎসঃ

ব্যবসায়ের মূলধন সন্ধানের জন্য পাঁচটি উৎস রয়েছে।
নিচে মূলধন সংগ্রহের উৎস গুলো উল্লেখ করা হলোঃ
১. ব্যাক্তিগত সম্পদ
২. পরিবার এবং বন্ধু
৩. ব্যাংক
৪. ক্রাউডফান্ডিং রিসোর্স
৫. পেশাদার বিনিয়োগকারী
সুতরাং মূলধন বিনিয়োগ বলতে–

- মূলধন বিনিয়োগ বলতে একটি কোম্পানী কর্তৃক সংঘটিত অথবা অর্জিত নগদ টাকার সমষ্টিকে বোঝায় যাতে ওই কোম্পানির উদ্দেশ্য যেমন ব্যবসা চলমান রাখা বা উন্নত করা সম্ভব হয়।
- মলধন বিনিয়োগ বলতে একটি কোম্পানির স্থায়ী সম্পত্তি যথা প্রপার্টি এবং যন্ত্রাংশ অর্জকে বোঝায়।
- বিভিন্ন উৎস থেকে মূলধন বিনিয়োগ গঠন করা হয় যথা হাতে সঞ্চিত নগদ টাকার মাধ্যমে, অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করে এবং শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে ইতাদি।

ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি
(Managerial Resource)

ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি বলতে অস্পর্শনীয়সম্পত্তি কে বোঝায় যেটি ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতায় থাকে। ব্যবস্থাপকীয় সক্ষমতা ব্যবস্থাপকদের একটি সংগঠন পরিচালনা করার ক্ষমতা এবং কৌশলগত ও কার্যগত সিদ্ধান্ত তৈরি এবং বাস্তবায়ন করার ক্ষমতাকে বুঝিয়ে থাকে। ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি এবং সক্ষমতা ব্যাখ্যা করে যে কখন ব্যবস্থাপনা একটি মূল্যবান মজবুত সম্পত্তি গড়ে তোলে, কিভাবে ব্যবস্থাপনায় এরূপ সম্পদে পরিণত হয় এবং ব্যবস্থাপনা কিভাবে তুলনামূলক সুবিধাকে প্রভাবিত করে।

ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে গঠিত হয়–

ক) মানব সম্পত্তি
খ) সামাজিক মূলধন

গ) উচ্চ ব্যবস্থাপনার প্রজ্ঞা
ঘ) অন্যান্য ব্যবস্থাপকগণ ও বোর্ড মেম্বারগণ।

ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তির উন্নয়নে প্রণোদনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রণোদনা বলতে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক মঞ্জুরি এবং বোনাস কে বুঝিয়ে থাকে।

সুতরাং, ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি বলতে ব্যবস্থাপকদের বিভিন্ন প্রকার দক্ষতাকে বোঝায়। যে দক্ষতাগুলো ব্যবহার করে ব্যবস্থাপকরা তাদের কার্যাবলী সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করে এবং সর্বোপরি ব্যবসায়ের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

সারসংক্ষেপ:

মূলধন বিনিয়োগের বলতে কোনও সংস্থার তহবিলে জন্য পর্যাপ্ত নগদ, ঋণ বা সম্পদ এর যোগাড় এবং বিনিয়োগ কে বুঝিয়ে থাকে। এবং ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি বলতে অস্পর্শনীয় সম্পত্তি কে বোঝায় যেটি ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতায় থাকে।

পাঠ-২.৪ উদ্ভাবন এবং ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি
Innovation and Management Resource

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- উদ্ভাবন এবং ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন

উদ্ভাবন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়া কে বোঝায় যার মাধ্যমে একটি ধারণা কে একটি পণ্য বা সেবার রূপান্তরিত করা হয়, যেটি নতুন মূল্য অথবা উপযোগ সৃষ্টি করে এবং তার জন্য ক্রেতারা আর্থিক মূল্য পরিশোধ করতে ইচ্ছুক থাকে। কোন কিছুকে উদ্ভাবন বলতে গেলে নিশ্চিত হতে হবে যে সেটি যেন নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন তত্ত্বের প্রয়োগ কল্পনা করা অথবা কোন সম্পত্তি থেকে বড় বা ভিন্ন কোন মূল্য বের করা যায় মাধ্যমে নতুন কোন পণ্য উপাদিত হয় এবং যেটি কার্যকরী পণ্যে পরিণত হয় সেই বিষয়গুলি উদ্ভাবনের সাথে জড়িত। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন তখন হয় যখন কোন কোম্পানি কোন একটি ধারণকে এপ্লাই করে যাতে ক্রেতাদের প্রত্যাশা পরিপূর্ণ করা সম্ভব হয়।

ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি বলতে যেহুতু ব্যবস্থাপকদের দক্ষতাকে বোঝায় সেহুতু ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তির সাথে উদ্ভাবনের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি যদি প্রতিযোগিতামূলক অথবা উন্নত হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে উন্নত উদ্ভাবন সম্ভব হয়ে থাকে। অন্যদিকে ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি বা ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা যদি কম হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান উন্নত উদ্ভাবন থেকে বঞ্চিত হয় এবং এর ফলে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ব্যাপকমাত্রায় ব্যাহত হতে পারে।

সুতরাং, উদ্ভাবন এবং ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি বিষয় দুটি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রতিযোগিতামূলক অস্ত্র হিসেবে উদ্ভাবন কেন ব্যবহৃত হয়?

উদ্ভাবনের মাধ্যমে একটি ধারণা থেকে পণ্য বা সেবা সৃষ্টি করা হয় যেটি ক্রেতাদের নিদিষ্ট চাহিদা পূরণ করে। আধুনিক বিশ্বে উদ্ভাবন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিযোগিতামূলক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। "উদ্ভাবন" কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেটি নিচে উল্লেখ করা হলঃ

১. **ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া উন্নতকরণঃ** ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান কার্যক্রম প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে পরিবর্তন করে উন্নত করা হয়। এর ফলে উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিযোগীদের চেয়ে এগিয়ে যায়।

২. **নতুন পণ্য ও সেবা তৈরিঃ** উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন নতুন পণ্য ও সেবা তৈরি করা হয়। ক্রেতারা সবসময় পণ্য ও সেবার ভিতর নতুনত্ব অনুসন্ধান করে। যেহুতু উদ্ভাবনের দ্বারা নতুন পণ্য ও সেবা তৈরী করা হয়, সেহুতু উদ্ভাবন প্রতিযোগিতামূলক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. **বিদ্যমান দক্ষতা বৃদ্ধিঃ** উদ্ভাবনের দ্বারা নতুন নতুন প্রক্তিয়া আবিষ্কারের ফলে উক্ত প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এতে যেকোনো প্রতিষ্ঠান অন্যদের থেকে এগিয়ে যায়।

৪. **কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিঃ** উদ্ভাবন শুধু একটি প্রক্রিয়ার দক্ষতাই বৃদ্ধি করে না, একই সাথে উক্ত প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত কর্মীদেরও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অধিক কর্মক্ষমতাসম্পন্ন কর্মীরা উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বাড়তি সুবিধা প্রদান করে থাকে।

৫. **পরিচালন ব্যয় হ্রাসঃ** ব্যবসায়ের দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় মোট ব্যয়ের একটি গুর“ত্বপূর্ন অংশ। উদ্ভাবন একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় হ্রাসকরণে সহায়তা করে, যেটি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক অস্ত্র হিসেবে কাজ করে।

সারসংক্ষেপঃ

উদ্ভাবন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়া কে বোযায় যার মাধ্যমে একটি ধারণা কে একটি পণ্য বা সেবার রূপান্তরিত করা হয়, যেটি নতুন মূল্য অথবা উপযোগ সৃষ্টি করে এবং তার জন্য ক্রেতারা আর্থিক মূল্য পরিশোধ করতে ইচ্ছুক থাকে। ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি বলতে যেহুতু ব্যবস্থাপকদের দক্ষতাকে বোঝায় সেহুতু ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তির সাথে উদ্ভাবনের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি যদি প্রতিযোগতামূলক অথবা উন্নত হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে উন্নত উদ্ভাবন সম্ভব হয়ে থাকে।

পাঠ-২.৫ ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক শ্রেণিবিন্যাস

Management and Organizational Hierarchy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক শ্রেণিবিন্যাস এর স্তর সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বেশিরভাগ সংস্থার তিনটি ব্যবস্থাপনার স্তর থাকে। সে গুলো হচ্ছে - প্রথম স্তর, মধ্য-স্তর এবং শীর্ষ স্তরের ব্যবস্থাপক/পরিচালক। এই ব্যবস্থাপকদের কর্তৃত্বের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। অনেক সংস্থায় প্রতিটি স্তরে পরিচালকের সংখ্যা সংগঠনটিকে একটি পিরামিড কাঠমো দেয়।

শীর্ষ পর্যায়ের/স্তরের ব্যবস্থাপনা

একটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ে পরিচালকরা থাকেন এবং তারা লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা তৈরি এবং পুরো সংস্থাটির তদারিক করার জন্য দায়বদ্ধ।সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ে পরিচলনা পর্ষদ, চেয়াম্যান, সভাপতি, সহ-সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বা মহাব্যবস্থাপকের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তারা সকলে মিলে তুলনামূলক ছোট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করে প্রতিষ্ঠান এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। সংগঠনের কল্যাণ ও বেঁচে থাকার সামগ্রিক দায়িত্ব তাদের। তারা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনের জন্য সামগ্রিক সাংগঠনিক লক্ষ্য এবং কৌশল স্থাপন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানে শীর্ষ ব্যবস্থাপকগণ এর নিকট সকল কর্তৃত্ব অর্পন করা থাকে। সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেঃ

(ক) একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
(খ) লক্ষ্য অর্জনের জন্য নীতিমালা এবং পরিকল্পনা তৈরি করা।
(গ) পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে একটি সাংগঠনিক কাঠামো স্থাপন করা।
(ঘ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ, জনবল, উপকরণ ও যন্ত্র সংস্থান করা।
(ঙ) সংস্থায় সামগ্রিক দিকনির্দেশনা সরবারাহ করা।
(চ) সর্বদা কার্যকর নিয়ন্ত্রণ চর্চা করা।

মধ্য-স্তরের ব্যবস্থাপনা

মধ্য-স্তরের ব্যবস্থাপনা শীর্ষস্থানীয় ব্যবস্থাপনার দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার কাজে নিযুক্ত আছেন। মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপক বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা প্রধানদের বলা হয়ে থাকে। তারা শীর্ষ ব্যবস্থাপকদের অধীনস্থ এবং প্রথম-লাইন-ব্যবস্থাপকদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ। শীর্ষস্থানীয় ব্যবস্থাপনার দ্বারা উদ্ভাবিত পরিকল্পনা এবং কৌশলগুলি সাধারণত প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব তাদের থাকে। তারা প্রথম সারির-পরিচালকদের সমস্ত কার্যক্রমের জন্যও দায়বদ্ধ।

মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপকের প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপ:

(ক) শীর্ষ পরিচালনার নীতিমালা বিশ্লেষণ করা।

(খ) উপযুক্ত কর্মীদের নির্বাচন করা।

(গ) প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উন্নততর কাজের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

(ঘ) পরিকল্পনাগুলি সময়মতো বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ ও দায়িত্ব অর্পন করা।

(ঙ) তদারকি কর্মীদের নির্দেশাবলী জারি করা।

(চ) কর্মীদেরউচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জনের করতে এবং তাদের যথাযথভাবে পুরস্কৃত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

(ছ)পুরো সংস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য বিভাগের সাথে সহযোগিতা করা।

(জ) পরিকল্পনা এবং নীতিমালা আরও কার্যকর করার জন্য শীর্ষস্থাণীয় পরিচালককে উপযুক্ত সুপারিশ করা ও প্রতিবেদন তৈরি করা।

নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপনা

নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রতিটি ওয়ার্ক ইউনিট পরিচলানা করে থাকেন এবং প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পাদন করেন। প্রথম সারির ব্যবস্থাপকদের মধ্যে ফোরম্যান, সুপারভাইজার, অফিস পরিচালক, সমন্বয়কারী, বিক্রয় কর্মকর্তা, অ্যাকাউন্ট অফিসার এবং অন্যরা থাকে। মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপক দ্বারা প্রস্তুতকৃত অপারেশনাল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথম সারির ব্যবস্থাপকরা দায়বদ্ধ। তারা কর্মীদের ক্রিয়াকলাপ তদারকি ও সমন্বয় করে। প্রকৃত কাজ গুলো প্রথম সারির ব্যবস্থাপকগণ নিয়ন্ত্রন করে থাকে। শীর্ষ এবং মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপকদের বিপরীতে, প্রথম সারির ব্যবস্থাপকরা সাধারণত অধীনস্থদের তদারকি জন্য তাদের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেন।
প্রথম-সারির-ব্যবস্থাপকদের প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপঃ

(ক) অপারেটিভ (কর্মীদের) এবং তাদের কাজ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আবেশ এবং নির্দেশ জারি করা।
(খ) কর্মীদের শ্রেণবিদ্ধ করা এবং কর্মীদের নিয়োগ দেয়া।
(গ) কার্যপ্রণালী সম্পর্কে কর্মীদের সরাসরি নির্দেশনা দেওয়া।
(ঘ) কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, উপকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
(ঙ) সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখে রাখা।
(চ) কর্মীদের সমস্যা সমাধাণ করা।
(ছ) কর্মীদের সমস্যা উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের অবহিত করা।
(জ) কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা।
(ঝ) কর্মীদের মধ্যে একটি দলে কাজ করার মনোবল গড়ে তুলা।

কেস স্টাডি (Case study)

মশাকে প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মশার কয়েল, স্প্রে এবং মশা ধ্বংসকারী যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে মশার কয়েল অনেকটা পুরাতন পদ্ধতি। ঊনিশ শতকের দিকে জাপানে প্রথম মশার কয়েল আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু, মশার কয়েল আগুনের ঝুকি বৃদ্ধি করে। মশার কয়েল ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন যায়গায় আগুনের দুর্ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি ৩ তলা বিল্ডিংয়ে মশার কয়েল থেকে আগুনের উৎপত্তি হয় এবং ২৩ জন লোক মৃত্যুবরণ করে। মশার কয়েল থেকে যে গন্ধ বের হয় সেটিও ক্ষতিকর পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বদ্ধ রুমে মশার কয়েল ব্যবহার করা ক্ষতিকারক। পরবর্তীতে মশা নিধন করার জন্য আবিষ্কার হয় মশার স্প্রে। কিন্তু অসুবিধা হল মশার স্প্রে বৃহত্তর পরিসরে ব্যবহার করা যায় না। অল্প পরিসরে মশার স্প্রে ব্যবহার করাটা উপযুক্ত। পরবর্তীতে উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার মশা ধ্বংসকারী যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করা হয়। যে যন্ত্রপাতিগুলো একদিকে মশার কয়েলের আগুনের ভয় দূরীভূত করে অন্যদিকে মশার স্প্রে যে বৃহত্তর পরিসরে ব্যবহার করা যায় না সে অসুবিধাও দূরীভূত করে বৃহত্তর পরিসরে ব্যবহার করা যায়।

সারসংক্ষেপ:

বেশিরভাগ সংস্থার তিনটি ব্যবস্থাপনার স্তর থাকে। সে গুলো হচ্ছে- প্রথম স্তর, মধ্য-স্তর এবং শীর্ষ স্তরের ব্যবস্থাপক/পরিচালক। এই ব্যবস্থাপকদের কর্তৃত্বের শ্রেনিবিন্যাস অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় এবং বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করা হয়। অনেক সংস্থায় প্রতিটি স্তরে পরিচালকের সংখ্যা সংগঠনটিকে একটি পিরামিড কাঠমো দেয়।

ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

১. সাধারণ সংগঠন কাকে বলে? সাধারণ সংগঠনের সুবিধা ও অসুবিধা লিখুন।
২. যৌগিক সংগঠন কাকে বলে ?
৩. ব্যবস্থাপনা এবং বাজার কাকে বলে? ব্যাখ্যা করুন।
৪. মূলধন বিনিয়োগ কাকে বলে? মূলধন বিনিয়োগ এর উৎস কি কি?
৫. ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি বলতে কি বুঝেন?
৬. উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপকীয় সম্পত্তি বলতে কি বুঝেন? আলোচনা করুন।
৭. ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক শ্রেণীবিন্যাসকাকে বলে?
৮. ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক শ্রেণীবিন্যাস এর স্তর কয়টি ও কি কি? বিস্তারিত আলোচনা করুন।